অতিরিক্ত জেলা
(শিক্ষা ও আইসিটি)
সহঃ কমিশনার (শিক্ষা)
সহঃ কমিশনার (আইসিটি)
গোপনীয় সহকারী
তারিখ : ২৪/১০/২১
স্বাক্ষর

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিদেশ প্রশিক্ষণ গবেষণা ইউনিট

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	জরুরী পেশ করুন
অতিঃ জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	পেশ করুন
অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	কথা বলুন
অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
অতিঃ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	গ্রহন করুন
সিএ টু ডিসি	গার্ড ফাইলে রাখুন
তারিখ : 21 OCT 2021	নথিজাত করুন।
জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর :	

বিষয়ঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, বিজ্ঞপ্তি ও ফরম এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা নিবন্ধিত বেসরকারি সংগঠন/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এতদসংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯, বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন ফরম জরুরিভিত্তিতে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ নীতিমালা, ২০১৯, বিজ্ঞপ্তির কপি ও ফরম।

(মৌসুমী সরকার রাখী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৮৮৬৪৭
ই-মেইল: ftru@mopa.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
পি.এ.সি.সি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউ.ও.নোট নং- ০৫.০০.০০০০.২১১.০৬.০০১.১৯ - ১০৭ তারিখঃ ১৮ অক্টোবর, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিদেশ প্রশিক্ষণ গবেষণা ইউনিট
www.mopa.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.০০.০০০০.২১১.০৬.০০১.১৯- ১০৫

তারিখ: ০২ কার্তিক, ১৪২৮ / ১৮ অক্টোবর, ২০২১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং নিবন্ধিত বেসরকারি সংগঠন/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ এর আওতায় যে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং নিবন্ধিত বেসরকারি সংগঠন/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনপ্রশাসন ও এর উন্নয়ন সাধন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে অথবা এ সংক্রান্ত গবেষণামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত শুধুমাত্র সে সকল প্রতিষ্ঠান এ অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২। এ অনুদান গ্রহণে আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত ফরমে আগামী ২১/১০/২০২১ হতে ৩০/১১/২০২১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। আবেদনের ফরম ও এ সংক্রান্ত নীতিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mopa.gov.bd) এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করা যাবে। উল্লেখ্য, অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র এবং নির্ধারিত তারিখের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮/১০/২২

(মৌসুমী সরকার রাখী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৬৪৭
ই-মেইল- ftru@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিদেশ প্রশিক্ষণ গবেষণা ইউনিট
www.mopa.gov.bd

নং ০৫.০০.০০০০.২১১.০৬.০০৯.১৬. (অংশ-১)-৩২

তারিখ: ১৩ চৈত্র, ১৪২৫ / ২৭ মার্চ, ২০১৯

বিষয়: প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯।

১.১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপায় হইতেছে প্রশিক্ষণ। সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সুষম ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বেগবান ও পরিচালনা করিবার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালাটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

১.২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে

১.৩ সংজ্ঞার্থ: বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাইবে:

(ক) 'প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' অর্থ ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান;

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;

(গ) 'অনুদান বরাদ্দ' অর্থ ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বরাদ্দ;

(ঘ) 'কার্যনির্বাহী কমিটি' অর্থ ৯.১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাছাই কমিটি; এবং

(ঙ) 'উপদেষ্টা কমিটি' অর্থ ৯.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি।

২.০ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা: প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অর্থ এইরূপ একটি সাংগঠনিক সত্তা, যাহা সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অথবা নিবন্ধিত বেসরকারি সংগঠন যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে জনপ্রশাসন ও তাহার উন্নয়ন সাধন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অথবা এতৎসংক্রান্ত গবেষণাকার্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩.০ কর্তৃপক্ষ: কর্তৃপক্ষ অর্থ প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা মানবসম্পদ উন্নয়ন কমিটি যাহা প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪.০ অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণসেবা ও পরিসেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং এই কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ—

৪.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণের পেশাগত মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

৪.২ মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলা;

৪.৩ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও মাঠ প্রশাসন পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে গবেষণা কার্যে উদ্যোগী সংগঠন ও জনশক্তি গড়িয়া তোলা;

৪.৪ সরকারের জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন লক্ষ্য ও নীতিসমূহকে মাঠ পর্যায়ে ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা সংগঠনে সহায়তা প্রদান; এবং

৪.৫ সরকারি অথবা উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় উদ্ভাবিত উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্ভাবনীমূলক উৎকৃষ্ট কর্মপদ্ধতি অথবা গবেষণার ফলাফল প্রচার করিবার জন্য কর্মশালা/সেমিনার সংগঠনে সহায়তা প্রদান করা।

৫.০ অনুদান বরাদ্দ: প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুদান বরাদ্দ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে এবং প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব বাজেটের অধীন প্রশিক্ষণ মঞ্জুরি বাবদ এই অনুদান বরাদ্দ থাকিবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে জেলার যেই শ্রেনীকরণ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অধিশাখা অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজন করিবে। এই বরাদ্দ হইতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলার মানবসম্পদ উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট অনূর্ধ্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করিবে।

৬.০ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ: প্রতি অর্থবৎসরে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলা তথা জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা হইতে কর্তৃপক্ষ অনূর্ধ্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করিবে এবং যে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে কেবল সেই সকল প্রতিষ্ঠানকেই এই খাত হইতে অনুদান প্রদান করা হইবে-

৬.১ জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.২ সরকারি নীতি ও আইন-বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৩ আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৪ বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও চুক্তি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৫ প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ;

৬.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা অথবা মূল্যায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৭ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৮ ই-গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;

৬.৯ সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিস্তার;

৬.১০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি);

৬.১১ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ;

৬.১২ ক্রীড়া শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ;

৬.১৩ জেলা ব্র্যান্ডিংকে কার্যকর ও উন্নয়নে সহায়তা করিবে এইরূপ বিষয়; এবং

৬.১৪ দাপ্তরিক কার্যে প্রমিত বাংলা/ইংরেজি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

৭.০ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক যোগ্যতা:

৭.১ সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি হইতে পারিবে; তবে বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই প্রশিক্ষণ অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো সংস্থায় নিবন্ধিত হইতে হইবে;

৭.২ প্রশিক্ষণ প্রদানে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসর কার্যকাল অতিক্রম করিয়াছে এবং ন্যূনতম ৩০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে;

৭.৩ বাংলাদেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এমনকি নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থি কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা যাইবে না;

৭.৪ বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকর পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে এবং পরিচালনা পর্ষদের বৎসরে ন্যূনতম ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে;

৭.৫ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক খরচ ন্যূনতম বার্ষিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইতে হইবে এবং কেবলে প্রশিক্ষণখাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইতে হইবে বার্ষিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা;

৭.৬ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব বাজেট থাকিতে হইবে এবং উক্ত বাজেটের অতিরিক্ত হিসাবে প্রশিক্ষণ অথবা প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি অনুদান প্রদান করা হইবে;

৭.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ থাকিবে, প্রশিক্ষণ কক্ষগুলি আধুনিক এবং মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ হইবে;

৭.৮ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজস্ব/সরকারি/বৈদেশিক সকল উৎস হইতে অর্থায়নপুষ্ট হইতে পারিবে;

৭.৯ আবেদনকারী বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ব্যয়ের সামগ্রিক হিসাব স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং ইহা ব্যতিরেকেও আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে; তবে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই নিরীক্ষা সম্পন্ন হয় নাই সেই সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের সময় হইতে সর্বোচ্চ দুই অর্থবৎসরের পুরাতন নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

৭.১০ আবেদনকারী বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আয়কর আইডি থাকিতে হইবে। এছাড়াও আবেদনপত্রের সহিত সর্বশেষ অর্থবৎসরের আয়কর দাখিল সংক্রান্ত আয়কর অফিসের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

৭.১১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত তথ্যসমূহের যথার্থতা নিরূপণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে; তবে, মেট্রোপলিটন এলাকায় যে স্থানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কোনো পদ নাই সেইস্থানে সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

৭.১২ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনপত্রের সহিত প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়া যেসকল কার্যক্রম করা হইবে তাহার কর্মপরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে। কর্মপরিকল্পনা ব্যতীত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না; এবং

৭.১৩ ইতঃপূর্বে কোনো অনুদানপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে সেই অর্থ দ্বারা বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমের বিষয়ে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

৭.১৪ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ মডিউল থাকিতে হইবে; এবং

৭.১৫ আবেদনের সহিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানসংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত কাগজ সংযুক্ত করা না হইলে পরবর্তীকালে তাহা সংযুক্ত করিবার কোনো সুযোগ থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে আবেদনটি অসম্পূর্ণ আবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।